স্মৃতিগ্রন্থ

হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন - ২০১৫

শৈলবালা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা – ১৯৪৮

খারুপেটিয়া – দরং – অসম

স্মরণীয় ইন্টারভ্যু, বরণীয় হেড্‌মাষ্টার

ড° পরিমল কুমার দত্ত
প্রাক্তন শিক্ষক

"Come, my friends, 'tis not toe
late to seek a newer world."

ছোটবেলা থেকেই লর্ড আল্‌ফ্রেড্ টেনিসনের এই দুটো লাইন আমাকে অনবরত তাড়া করে বেড়ায়। কিছুটা এর প্রভাবে আর কিছুটা অন্য প্রভাবে একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে M.A. অধ্যয়নরত অবস্থাতেই এসে উপস্থিত হয়েছিলাম হাজার কিলোমিটার দূরে আসামের দরং জেলার খারুপেটীয়া শহরের বিখ্যাত স্কুল শৈলবালা হাইস্কুলে। ১৯৭৫ সনের জানুয়ারী মাসের ২ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় যে স্কুলে এসেছিলাম সেই স্কুলেই যে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হবে তা কিন্তু প্রথম দিন একবারও মনে আসে নি। এই স্কুলই আমার জীবনের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী। আজ আমার পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠার মূলেই আছে এই স্কুল। এখানে থেকেই একের পর এক ডিগ্রী নিয়েছি। একের পর এক বই লিখেছি। গবেষণার আঁতুর ঘর এই স্কুল। নিজেকে যেভাবে বিলিয়ে দিয়েছি তার চেয়ে পেয়েছি অনেক। এখানেই আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে, অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত হয়েছে যোগ্যতার উৎকর্ষতা এসেছে ও মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করার পারপত্র (Permit/Licence) পেয়েছি। কত ঘাত-সংঘাত,যশ-অপযশ এবং ভালো-মন্দের সাক্ষী এই প্রাণপ্রিয় স্কুল। সেই স্কুলেরই হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে স্মরণিকার লেখা লিখতে গিয়ে প্রথম দিন অর্থাৎ ইন্টারভ্যু এর দিনের কথাই বেশী করে মনে পড়ছে। এখনও সেই স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে। সেদিন যাঁদের সাথে পরিচয় হয়েছিল তাঁদের অনেকেই আজ নেই। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই সেদিনের স্মৃতিচারণা করছি।

প্রারম্ভিক সম্ভাষণের পালা শেষ। বসে আছি প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কার্য্যালয়ে। স্যারের টেবিলের উপরে নাম-ডিগ্রী লেখা কাঠের ফলক। পড়ছি- শ্রী শ্রীমন্ত সরকার, এম্.এ., বি.এড্। পরে জেনেছিলাম বাংলাদেশের (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থান) ময়মনসিংহ জেলাতে স্নাতকস্তর পর্য্যন্ত পড়াশুনা করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (North Bengal University) থেকে বাংলাতে স্নাতকোত্তর (M.A.) ডিগ্রি নিয়েছেন। তাঁর সাথে পরিচয় হয়ে গেছে। এখন বসে আছি ইন্টারভ্যু এর অপেক্ষায়। 'আপনাকে কিন্তু লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে। সবার সন্তুষ্টি বলে কথা!' বলেই হেসে ফেললেন। মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁতগুলো। উজ্জ্বল দুটি চোখ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করছে। কথায় একটু পূর্ববঙ্গীয় টান। "আর কোনো প্রার্থী নেই?" জিজ্ঞেস করলাম। "প্রার্থী ছিল অনেকেই। পছন্দ হয়নি। আগে আসামের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। পরে অমৃতবাজার পত্রিকায় দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারীদের যদিও আসতে বলা হয়েছে তথাপি আপনিই আমাদের প্রথম পছন্দ।" জানালেন। বিশ্বাস করলাম। সেজন্যই আমাকে টেলিগ্রাম করে জানানো হয়েছিল —"Appear before the Interview Committee at 10 a.m. on 2/1/1975. T.A. is allowed. (২/১/১৯৭৫ তারিখ সকাল দশটায় ইন্টারভ্যু কমিটির সামনে উপস্থিত হন। আপনাকে যাতায়াতের ভাড়া দেওয়া হবে।) "আজকাল ভাল শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। ভালো ছাত্ররা অন্য লাইনে চলে যাচ্ছে। শিক্ষকতা বৃত্তিতে যাঁরা আসছেন তাদের অধিকাংশই আবার পড়াশুনা করছেন না। রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটা মনে আছে আপনার?" জানতে চেলেন। "কোন কথাটা?" প্রশ্ন করলাম। "এই শিক্ষকদের পড়াশুনা সম্পর্কে।" উত্তর দিলেন। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বললাম। "একটু শুনিয়ে দিন তো। আমার পুরোপুরি মনে আসছে না।" জানালেন। "ঠিক আছে আমি বলছি— "A teacher can never truly teach unless he is still learning. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame." (একজন শিক্ষক যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজে পড়াশুনা না করছেন ততক্ষন পর্য্যন্ত তিনি কাউকে কিছু শেখাতে পারেন না। নিজে না জ্বলে কোন প্রদীপ অন্য প্রদীপ

জ্বালাতে পারে না।) আমি থামলাম। "বাঃ, বাঃ, আপনার তো স্মৃতি শক্তি প্রখর! অবশ্য প্রখর না হলে কিভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হিসেবে নিজেকে তুলে ধরবেন।" প্রশংসা করলেন। আমি নীরব। ভদ্রলোক সংস্কৃতানুরাগী। "ছোটবেলায় পড়েছিলাম পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশের কাহিনী। অনেক সুন্দর সুন্দর শ্লোক মুখস্থ করেছিলাম। এখনও কিছু কিছু মনে আছে।" একটু থামলেন। "২/১ টা বলুন না।" অনুরোধ করলাম। সরকারবাবু শোনালেন—

বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতৈরপি ।

একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি।।

(একশত মূর্খ পুত্র অপেক্ষা এক জন গুণী পুত্র অনেক ভালো। রাত্রির অন্ধকার একমাত্র চন্দ্রই দূর করতে পারে, অগণন তারা পারে না।)

নদীনাং শস্ত্র পাণীনাং নখিনাং শৃঙ্গিনাং তথা

বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।

(নদী, অস্ত্রধারী মানুষ, নখ ও শিং থাকা জন্তু তথা স্ত্রী ও রাজপরিবারের লোকদের বিশ্বাস করা যায় না।)

পরিষ্কার বিশুদ্ধ উচ্চারণ । সংস্কৃতের প্রতি গভীর অনুরাগ এই ভদ্রলোকের। মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম।

"আচ্ছা, আপনি ঘটি না বাঙ্গাল? মানে, পশ্চিমবঙ্গে ঘটি বাঙ্গাল নিয়ে অনেক হৈ চৈ হয়ত। বিশেষ করে ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলার সময় ব্যাপারটা নিয়ে বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়। ইলিশ-চিংড়ির দ্বন্দ্ব অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। এতদূরে থেকেও আমরা আঁচ পাই তো!" আমারদিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। "আমার জন্ম এপারে হলেও আমরা মূলতঃ পূর্ববঙ্গীয়। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জেই ছিল আদি বাড়ি। বাড়িটা ছেড়ে আসতে হয়েছিল। আমার বাবার দুই ছাত্র মুজিবর রহমানের মন্ত্রী সভার মন্ত্রী হয়েছিলেন। চিঠির আদান প্রদানও হয়েছিল। আমাদের বাড়ির জায়গাতে একটা কলেজ বানাবেন বলে ঐ দুই মন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে কি হল এখনও জানতে পারিনি। আমার বাবা ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত যাদুকর পি. সি. সরকারের সহপাঠী ও বন্ধু।" জানালাম। "বাঃ, বাঃ, খুব ভালো, খুব ভালো, আমিও ময়মনসিংহ জেলার লোক, ও ও ওহো ..... সেই কখন এসেছেন অথচ এখন পর্য্যন্ত আপনাকে চা দেওয়া হল না।" বলেই জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন, "গোপাল, গোপাল এই গোপাল ....." খাটো, পরিস্কার গায়ের রং, পরনে কোট, এক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'কি স্যার? আমাকে ডাকছেন?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি কোথায় থাক? তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে বিমল পালের চায়ের দোকান থেকে চা-মিষ্টি নিয়ে আসবে। তোমার কিছুই মনে থাকে না, যাও এখনই যাও।" আদেশ করলেন। "যাচ্ছি, স্যার্" বলেই চলে গেলেন গোপালবাবু। পরে পরিচয় পেয়েছিলাম গোপালবাবুর। এই গোপালবাবু হচ্ছেন দপ্তরী। কিন্তু গোপালবাবু না হলে এই স্কুল অচল হয়ে যেত। দরজা খোলা, দরজা বন্ধ, গেট্ খোলা, গেট্ বন্ধ, ঘন্টা বাজানো, চা-মিষ্টি আনা, পরীক্ষার খাতা তৈরী করা, ফাংশান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা — এগুলো গোপালবাবুই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

এই সময় অফিসে ঢুকলেন এক ভদ্রলোক। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এই ভদ্রলোক। ইংরাজীর শিক্ষক বিমলবাবু। গোপালবাবু চা-মিষ্টি নিতে গেলেন। চা খেতে খেতে কথা হচ্ছে। বিমলবাবু অনেক কথাই বললেন। আমাকে আশ্বাস দিলেন। "আমরা আপনাকেই মনোনীত করেছি। কিন্তু আপনাকে লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে। আপনি তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের একজন। সুতরাং এই পরীক্ষাটা আপনার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমিও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট্ যদিও এই স্কুলেরই ছাত্র ও বর্ত্তমানে শিক্ষক। যাক্ আপনি চিন্তা করবেন না। এখানে জয়েন করলে ঘরের ব্যবস্থা আমি করে দিব। আচ্ছা, আমি একটা ক্লাস করে আসছি, সরকারবাবু।" এই কথা বলে বিমলবাবু চলে গেলেন। ইন্টারভ্যু-এর দিন সন্ধ্যা বেলায় আমাকে নিয়ে খারুপেটীয়া টাউনের কিছু কিছু ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জয়েন করার পর ঘরও ঠিক করে দিয়েছিলেন। সংযমী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ এই ভদ্রলোক ছাত্র মহলে এক অতি পরিচিত নাম। সমাজেও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

তখন বৃহস্পতিবার দিন সকালে স্কুল বসত। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে ১/২ করে এসে দেখে যাচ্ছেন। সরকারবাবু মাঝে মাঝে

উঠে যাচ্ছেন। ইন্টারভ্যুটা হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যেতে পারতাম! ইতিমধ্যে সরকারবাবু ৩/৪ বার বলেছেন "এই একটু পরেই নিচ্ছি।" সরকারবাবু কোন কিছু লিখছিলেন। আমি বসে আছি। আর চিন্তা করছি। এমন সময় এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। সরকারবাবু তাঁকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সেই ভদ্রলোককে বসতে বললেন।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ধুতি-পাঞ্জাবীর সাথে জহরকোট পরেছেন। রাশভারী লোক। একটু রাগী মনে হয়। তেজস্বী মানুষ। "এই ভদ্রলোক এসেছেন ইন্টারভ্যু দিতে।" পরিচয় করিয়ে দিলেন সরকারবাবু। "তোমার বাড়ি কোথায়? কিভাবে এলে?" জিজ্ঞেস করলেন। গলার আওয়াজের একটা বিশেষত্ব আছে। পুরুষমানুষের গলার আওয়াজ তো এমনটি হওয়াই উচিত। জানালাম। "আগে কখনও আসামে এসেছ?" জিজ্ঞেস করলেন। উত্তর দিলাম। "তাহলে কাল থেকেই জয়েন্ কর।" থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" জোর দিয়ে বললেন। "কে এই ভদ্রলোক?" আমি ভাবছি। সরকারবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। "আজ দুপুরে আমাদের বাড়ীতে খাবে।" আদেশের সুর। "না, না, দুপুরে হবে না। দুপুরে আমার এখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে।" সরকারবাবু বললেন। "ঠিক আছে, তাই হবে। তবে রাত্রে আমার ওখানে খেতে হবে।" বললেন ভদ্রলোক। "না, না, আমি ইন্টারভ্যু দিয়েই চলে যাব।" আমি জানালাম। "তা কি করে হবে? ইন্টারভ্যু দেওয়া, দুপুরে খাওয়া দাওয়া- এগুলো করতেই তো বিকেল গড়িয়ে যাবে। শীতের দিন। তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়। তখন যাওয়ার বাসও সহজে পাবে না। নতুন জায়গা। বাস পেলেও অনেক রাত হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং তুমি থেকে যাও। সন্ধ্যাবেলায় এই জায়গাটা একটু ঘুরে দেখবে। সরকারবাবু আপনি একে রাত্রে নিয়ে যাবেন। সুরেনবাবুকেও বলবেন। আপনারা তিনজনই আমার ওখানে রাত্রে খাবেন। এখন আসছি, সরকারবাবু।" বলেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি চিন্তা করো না। ইন্টারভ্যু ভালো হলে তোমাকেই আমরা দিব। তারপর ইনস্পেকটর অফিসে যা বলতে হবে বা করতে হবে সেটা আমি আর সরকারবাবু বুঝে নিব। আসি, রাত্রে দেখা হবে।" ভদ্রলোক চলে গেলেন। বুঝতে পারলাম যে পরের উপকার করার জন্য তাঁর মনটা বোধহয় সবসময়ই ছটফট করতে থাকে।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর সরকারবাবু এই ভদ্রলোকের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরলেন, "এই ভদ্রলোকের নাম শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কুমার রায়। তাঁর মার নাম শৈলবালা। তিনি সর্বোচ্চ দাতা ছিলেন। সেজন্য তাঁর মার নামে এই স্কুলের নামকরণ হয়েছিল- শৈলবালা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তাঁর বাবার নামেও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। নাম হচ্ছে ধনীরাম নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। খারুপেটীয়া শ্মশানঘাটের রাস্তায় পড়ে ঐ স্কুলটা। বুঝলেন, দত্তবাবু, একই ব্যক্তির বাবা ও মার নামে দুটো স্কুল সহজে দেখতে পাওয়া যায় না।" একটু থামলেন। আমি মনে করার চেষ্টা করছি। কাশিমবাজারের রাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর স্থাপিত অনেক স্কুল কলেজ আছে। ঐ স্কুল কলেজগুলোর নামকরণ তাঁর পরিবারের লোকদের নামে আছে। বাবা-মার নামেও আছে। কিন্তু তিনিতো রাজা ছিলেন। দানবীর রাজা যাঁর বাড়ীতে মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন। এক সাধারণ ঘরের কোনো ব্যক্তির বাবা-মার নামে কোনো স্কুলের নাম আমার মনে পড়ছে না। মনে মনে এই মাতৃ ও পিতৃভক্ত শিক্ষানুরাগী ভদ্রলোককে শ্রদ্ধা জানালাম।

"বুঝলেন, দত্তবাবু, খুবই পরোপকারী। রাত্রি বারোটাতে ডাকলেও তিনি উপস্থিত। বাড়ি-ঘরের দিকে নজর নেই। বাড়িতে বিল্ডিং পাবেন না। তবে কি অত্যন্ত জেদী। রামবাবু চলে যাওয়ার পর তাঁকে উপদেশ দেওয়ার মত কেউ নেই। আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন ও বিশ্বাস করেন। চা, পান, বিড়ি, সিগারেট, মদ, ভাং - এর কোনোটাই তিনি স্পর্শ করেন না। এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান-বাঙালী-অসমীয়া-মারোয়ারী-বিহারী-সবারই শ্রদ্ধার পাত্র। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। খারুপেটীয়ার দুর্যোগের সময় বিশেষ করে ১৯৭২ সনের দুর্যোগের সময় নিজের জীবন বিপন্ন করেও অন্যদের প্রাণ রক্ষা করেছেন। এরকম সাহসী ও তেজস্বী লোক এই শহরে আর একজন খুঁজে পাবেন না। এই রায়বাবুই আমাদের স্কুলের সম্পাদক। এই স্কুলই তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। খুবই ভালবাসেন এই স্কুলটাকে। এখানে জয়েন করলে ধীরে ধীরে সব জানতে পারবেন। এবার ইন্টারভ্যু-এর ব্যবস্থা করছি। আর দেরী করছি না।" থামলেন সরকারবাবু। বললে কি হবে ইন্টারভ্যু আয়োজন করার কথা। তিনি প্রস্তুতি নিলেও বার বার বাধা পড়ছে। দেরী হয়ে তো আজ আর ফিরতে পারব না। যাঁরা দেখা করতে আসছেন তাঁদের তো কোনো দোষ নেই। বাইরে থেকে একজন ইন্টারভ্যু দিতে

এসেছেন। এটাই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া খারুপেটীয়ার লোকদের মধ্যে যে আন্তরিকতা আমি প্রথম দিনেই লক্ষ্য করেছি সেই আন্তরিকতা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য এটা আমার অভিজ্ঞতা। প্রায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। কিন্তু খারুপেটিয়ার লোকদের আন্তরিকতা ও অতিথিপরায়নতার ঐতিহ্য বোধহয় অন্যান্য জায়গার মানুষরা অতিক্রম করতে পারবে না - এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা অনেকেই এসেছেন। এই খারুপেটিয়ার দুটো বৈশিষ্ট্য তাঁদের নজরে পড়েছে। কথাপ্রসঙ্গে তাঁরা সব সময়েই বলে থাকেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য - এখানের লোকদের আন্তরিকতা ও অতিথিপরায়ণতা প্রশংসনীয় ও অতুলনীয়। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য - এই ছোট্ট জায়গাতে হাতের কাছেই সব প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে। এই ব্যাপারে আমিও অনেককেই অনেকবার বলেছি। তাঁরা আমাকে সমর্থন করেছেন। স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল-ইলেক্ট্রিসিটি অফিস- টেলিফোন এক্স্‌চেঞ্জ-মন্দির-মসজিদ-ডাকবাংলা-অয়ার হাউস-হাট-বাজার-সবই তো হাতের কাছে। কতটুকুই বা দূরত্ব! ভারতবর্ষের অন্য কোথাও আমি ছোট্ট জায়গাতে হাতের কাছে সব প্রতিষ্ঠানের অবস্থান দেখতে পাই নি।

"আচ্ছা, দত্তবাবু, এবার আমরা আরম্ভ করছি। আপনাকে" — কথাটা শেষ করতে পারলেন না। ঢুকলেন এক ভদ্রলোক। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা। চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। "আপনি কি ..... জায়গা থেকে এসেছেন?" কোনো ভূমিকা নেই। সরাসরি প্রশ্ন। 'হ্যাঁ' উত্তর দিলাম। "এই ভদ্রলোক হচ্ছেন সন্তোষবাবু। আমাদের স্কুলের হিন্দী শিক্ষক। আপনাদের ওদিকেই শ্বশুর বাড়ী।" সরকারবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। "সরকারবাবু, ইন্টারভ্যু হয়ে গেছে? এঁকেই তো সিলেকশন্ করেছেন?" জিজ্ঞেস করলেন সন্তোষবাবু। "না, না, ইন্টারভ্যু নিতেই পারছি না। পরিচয় পর্ব চলছে। আর দেরী করছি না। অনেক্ষণ ধরে বসে আছেন। দেখি, সিলেকশনেএর ব্যাপারটা কমিটির হাতে।" বলেই আমাকে লক্ষ্য করে বললেন সরকারবাবু। "ঠিক আছে, নিন। আমি পরে আসব।" বলেই আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "আজ আপনার যাওয়া হবে না, মনে হচ্ছে। সন্ধ্যাবেলায় আমার বইয়ের দোকানে আসবেন। দোকানটা এই বারোয়ারী দুর্গামন্দিরের উল্টো দিকেই। তখন অনেক কথা হবে।" চলে গেলেন সন্তোষবাবু। পরবর্তীকালে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমাদের দুজনের মধ্যে। তিনি ছিলেন ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত। আমি তাঁকে নিরামিষাশী হিসেবে পেয়েছি। আমার লেখা 'সংগ্রাম' নাটক শৈলবালা হাই স্কুলের তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের একদিন (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিন) মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। ঐ নাটকে পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ডায়ারের অভিনয় করেছিলেন। ডায়ারের পোষাকে তাঁকে খুব মানিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী নাটক দেখতে এসেছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ডায়ারের পোষাকে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি কোনো নতুন শিক্ষক কিনা! এত সুন্দর মেকআপ হয়েছিল। একবার রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনের তর্ক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয় ছিল- "আমিষ আহারের চেয়ে নিরামিষ আহারই মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।" সন্তোষবাবু স্বপক্ষ দলের নেতা হয়েছিলেন। আমি হয়েছিলাম বিপক্ষ দলের নেতা। সাথে ছাত্ররাও ছিল। নিরামিষ খাদ্যের উপর প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন। এত আকর্ষণীয় বিতর্ক খারুপেটীয়াতে আজ পর্য্যন্ত হয়নি। বয়স্ক ব্যক্তিদের ভিড় ছিল লক্ষ্যনীয়। সন্তোষবাবু সুবক্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতার জন্য আমার অবদানের কথা প্রকাশ্যে বলতেন। এটা একটা বড় গুণ। "আপনি অন্য ভাবে নিবেন না। আপনাকে তিনটে ভাষায় উত্তর লিখতে হবে। আপনার মতো কৃতী ছাত্রের জ্ঞানের পরীক্ষা নিতে দ্বিধাবোধ করছি। তথাপি উপরমহলের সন্দেহটা মিটাতে হবে তো!" এই কথা বলে সরকারবাবু গড্‌রেজের আলমারিটা খুলতে যাবেন ঠিক তখনই এক ভদ্রলোক ঢুকলেন অফিসে। "আপনি কখন এসেছেন? ইন্টারভ্যু আরম্ভ হয়েছে কি ? এখনও শুরুই হয়নি? তাহলে তো দেরী হয়ে যাবে। আপনার আজ যাওয়া হবে না। এমনিতেও হবে না, কারণ ধীরেনবাবুর বাড়ীতে রাত্রিবেলায় আপনাকে খেতে হবে। আমাকে ও সরকারবাবুকেও খেতে বলেছেন। আমার সাথে দেখা হয়েছিল। আমাকে বলেছেন। রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পরে আমার সাথে আমার কোয়ার্টারে আসবেন। রাত্রিতে আমার কোয়ার্টারে থাকবেন। কোনো অসুবিধে হবে না। পরিবারের সবাই বাসুগাওঁ- এ গিয়েছে।" একটু থামলেন। জীবনের প্রথম ভিন্ন প্রদেশে এসেছি। কোথায় খাওয়া দাওয়া করব, কোথায় বা রাত্রিতে থাকব - একথাগুলো

মনে এলেও একবারও ভাবিনি এখানে সবাই মিলে আমাকে অতিথির মর্য্যাদা দিবেন। "জানেন মশাই," আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ধীরেনবাবুর কথায় আপত্তি করা যায় না। খুব রাগী মানুষ। কাউকে ভয়ও করেন না। কিন্তু এরকম উপকারী মানুষ আপনি পাবেন না। আমার খুবই উপকার করেছেন।" আবার থামলেন। ভালো করে লক্ষ্য করলাম। ধুতি পাঞ্জাবী পরা, সুদর্শন। থেমে থেমে আস্তে আস্তে কথা বলেন। "ইনি হচ্ছেন সুরেনবাবু । আমাদের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয়।" পরিচয় করিয়ে সরকারবাবু একটু ঘুরে সুরেনবাবুকে বললেন, "এবার এই ভদ্রলোককে একটু একা থাকতে দিতে হবে। আসল কাজটাই এখন পর্য্যন্ত হয়নি। ইন্টারভ্যু-এর পরে কথা বলা যাবে।" "ও, আচ্ছা, তাই হবে। আমি এখন আসি।" এই কথা বলে সুরেনবাবু চলে গেলেন। পরে জেনেছিলাম যে এই সুরেনবাবু গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগের প্রথম দিকের এম.এ.র ছাত্র ছিলেন। অরুনাচলের পাশিঘাট-এর কলেজেও মাত্র কয়েকদিন অধ্যাপনা করেছিলেন। আমরা লেখা 'সংগ্রাম' নাটকেও স্থানীয় জমিদারের অভিনয় করেছিলেন।

"এই আপনার প্রশ্নপত্র।" বলেই সরকারবাবু আমার হাতে একটা কাগজ দিলেন। "নীচে উত্তর লিখতে পারবেন। তিনটে প্রশ্ন আছে। তিন ভাষায় উত্তর লিখবেন। আমি কোনো নির্দ্দিষ্ট সময় দিচ্ছি না। সেটা আপনার উপর নির্ভর করবে।" থামলেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন।

প্রশ্নপত্র দেখে আমার কোনো প্রতিক্রিয়া হ'ল না। কিন্তু আমি ভাবছি- "কে এই ভদ্রলোক? এই ভদ্রলোক কি নিজেই খাতা দেখবেন? না কোনো অধ্যাপককে দিয়ে দেখাবেন? ভদ্রলোক যদি নিজেই দেখেন তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে ইনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁর তিনটে ভাষাতেই দখল আছে। ভদ্রলোকের চোখ দুটো উজ্জ্বল। অধ্যয়নশীলতার ছাপ আছে। সরকারবাবু বোধহয় কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, "আমি আসি? চোখ বুলাবো। আপনার লেখা উত্তরের মূল্যায়ন করার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু লেখা পড়লেই আমি বুঝতে পারব তিনটে ভাষায় আপনার কতটুকু দক্ষতা আছে। আমার অন্য কাউকে দিয়ে উত্তরপত্র এগ্‌জামিন্ করাবো না।"

প্রথম প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য প্রস্তুত আমি। "লেখা হয়ে গেলেই আমার কোয়ার্টারে যেতে হবে। আমার এখানে খাওয়া দাওয়া করে আবার এখানে এসে যাবেন। আমি উত্তর পত্রে চোখ বুলিয়ে নিব। আজই সন্ধ্যাবেলায় পরিচালনা সমিতির মিটিং আছে। মিটিং এর প্রস্তাব নিয়ে ২/১ দিনের মধ্যেই তেজপুর স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর অফিসে প্রস্তাবের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে। অনুমোদন পেতে অসুবিধে হবে না। আমাদের হেড ক্লার্ক বিদ্যুৎবাবু অফিসিয়্যাল কাজে খুবই দক্ষ। এখন সব কিছু নির্ভর করছে আপনার এই লিখিত পরীক্ষার উপর। আপনি লিখতে থাকুন। আমি একটু টিচার্স কমনরুম থেকে ঘুরে আসি।" সরকারবাবু এই কথা বলে চলে গেলেন।

অফিস রুমে আমি একা। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে -

ভাবসম্প্রসারণ করুন । সংস্কৃত ভাষায় লিখতে হবে।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ ।

দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে -

ইংরাজী ভাষাতে উত্তর লিখবেন।

Why do you want to be a teacher ?

তৃতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে -

বাংলা ভাষায় লিখবেন।

নিজের জন্মস্থান থেকে খারুপেটীয়া পর্য্যন্ত আপনার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

লিখতে আরম্ভ করলাম। প্রায় ৪০ মিনিট লেগেছিল। সরকারবাবু টিচার্স কমন রুম থেকে ফিরে এসে উত্তরপত্রটা নিলেন এবং গড়বোতার ভিতরে রেখে দিলেন। "চলুন আমার কোয়ার্টারে", কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন। সরকারবাবুর বাড়ীর সবার অতিথেয়তা সত্যই প্রশংসনীয়। চাকুরিতে জয়েন্ করার পর প্রথম চারদিন এই কোয়ার্টারে ছিলাম এবং এখানেই খাওয়া-দাওয়া।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফিরে এসেছি অফিস রুমে। সরকারবাবু উত্তরপত্র বের করলেন। আমি মুখোমুখি বসে আছি। সামনে টেবিল, উত্তরপত্রে তাঁর নজর। তাকিয়ে আছি তাঁর মুখের দিকে। তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "বাঃ চমৎকার। আমি

এরকমটাই চেয়েছিলাম। আপনি কাল থেকে কাজে যোগ দিতে পারেন।"

"আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়ার পর যোগ দিব, সরকারবাবু", আমি জানালাম। "ঠিক আছে, এটাই ভালো হবে। ইনস্‌পেক্টরের অনুমোদন পাবার পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট্ লেটার দিব। কয়েকদিন পরে হবে। এই ধরুন একমাস", বললেন। "হবে আমি অপেক্ষা করব", বললাম। "আপনার হাতের লেখা ও ভাষায় দক্ষতার প্রশংসা না করে পারছি না।" আমার প্রশংসা করলেন এই সরকারবাবু। কিংবদন্তী হেড্‌মাষ্টার। প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, সাহস, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা, পরিশ্রম, দয়া, উদারতা, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা ও দূরদর্শিতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

জীবনে অনেক ইন্টারভ্যু দিয়েছি। রাজ্য সরকারের চাকুরি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির জন্য, হাইস্কুলের শিক্ষকের চাকুরি থেকে ইউনভার্সিটির অধ্যাপকের চাকুরির জন্য, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভ্যু দিয়েছি। ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট্ লেটার পেয়েছি। চাকুরির মন্দার বাজারে এটা কম কথা নয়।

কিন্তু শৈলবালা হাইস্কুলেই জীবনের যে প্রথম ইন্টারভ্যু সেটা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। সরকারবাবুও আমার মনে বরণীয় হেড্‌মাষ্টার হয়েই আছেন।

চরিত্রই প্রকৃত শক্তি। আধ্যাত্মিকতার অর্থ সেই চরিত্রশক্তি অর্জন করা।

-স্বামী বিবেকানন্দ

মনে এলেও একবারও ভাবিনি এখানে সবাই মিলে আমাকে অতিথির মর্য্যাদা দিবেন। "জানেন মশাই," আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ধীরেনবাবুর কথায় আপত্তি করা যায় না। খুব রাগী মানুষ। কাউকে ভয়ও করেন না। কিন্তু এরকম উপকারী মানুষ আপনি পাবেন না। আমার খুবই উপকার করেছেন।" আবার থামলেন। ভালো করে লক্ষ্য করলাম। ধুতি পাঞ্জাবী পরা, সুদর্শন। থেমে থেমে আস্তে আস্তে কথা বলেন। "ইনি হচ্ছেন সুরেনবাবু । আমাদের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয়।" পরিচয় করিয়ে সরকারবাবু একটু ঘুরে সুরেনবাবুকে বললেন, "এবার এই ভদ্রলোককে একটু একা থাকতে দিতে হবে। আসল কাজটাই এখন পর্য্যন্ত হয়নি। ইন্টারভ্যু-এর পরে কথা বলা যাবে।" "ও, আচ্ছা, তাই হবে। আমি এখন আসি।" এই কথা বলে সুরেনবাবু চলে গেলেন। পরে জেনেছিলাম যে এই সুরেনবাবু গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগের প্রথম দিকের এম.এ.র ছাত্র ছিলেন। অরুনাচলের পাশিঘাট-এর কলেজেও মাত্র কয়েকদিন অধ্যাপনা করেছিলেন। আমরা লেখা 'সংগ্রাম' নাটকেও স্থানীয় জমিদারের অভিনয় করেছিলেন।

"এই আপনার প্রশ্নপত্র।" বলেই সরকারবাবু আমার হাতে একটা কাগজ দিলেন। "নীচে উত্তর লিখতে পারবেন। তিনটে প্রশ্ন আছে। তিন ভাষায় উত্তর লিখবেন। আমি কোনো নির্দ্দিষ্ট সময় দিচ্ছি না। সেটা আপনার উপর নির্ভর করবে।" থামলেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন।

প্রশ্নপত্র দেখে আমার কোনো প্রতিক্রিয়া হ'ল না। কিন্তু আমি ভাবছি- "কে এই ভদ্রলোক? এই ভদ্রলোক কি নিজেই খাতা দেখবেন? না কোনো অধ্যাপককে দিয়ে দেখাবেন? ভদ্রলোক যদি নিজেই দেখেন তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে ইনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁর তিনটে ভাষাতেই দখল আছে। ভদ্রলোকের চোখ দুটো উজ্জ্বল। অধ্যয়নশীলতার ছাপ আছে। সরকারবাবু বোধহয় কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, "আমি জাস্ট্ চোখ বুলাবো। আপনার লেখা উত্তরের মূল্যায়ন করার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু লেখা পড়লেই আমি বুঝতে পারব তিনটে ভাষায় আপনার কতটুকু দক্ষতা আছে। আমার অন্য কাউকে দিয়ে উত্তরপত্র এগ্‌জামিন্ করানো না।"

প্রথম প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য প্রস্তুত আমি। "লেখা হয়ে গেলেই আমার কোয়ার্টারে যেতে হবে। আমার এখানে খাওয়া দাওয়া করে আবার এখানে এসে যাবেন। আমি উত্তর পত্রে চোখ বুলিয়ে নিব। আজই সন্ধ্যাবেলায় পরিচালনা সমিতির মিটিং আছে। মিটিং এর প্রস্তাব নিয়ে ২/১ দিনের মধ্যেই তেজপুর স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর অফিসে প্রস্তাবের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে। অনুমোদন পেতে অসুবিধে হবে না। আমাদের হেড ক্লার্ক বিদ্যুৎবাবু অফিসিয়্যাল কাজে খুবই দক্ষ। এখন সব কিছু নির্ভর করছে আপনার এই লিখিত পরীক্ষার উপর। আপনি লিখতে থাকুন। আমি একটু টিচার্স কমনরুম থেকে ঘুরে আসি।" সরকারবাবু এই কথা বলে চলে গেলেন।

অফিস রুমে আমি একা। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে -

ভাবসম্প্রসারণ করুন । সংস্কৃত ভাষায় লিখতে হবে।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ ।

দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে -

ইংরাজী ভাষাতে উত্তর লিখবেন।

Why do you want to be a teacher ?

তৃতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে -

বাংলা ভাষায় লিখবেন।

নিজের জন্মস্থান থেকে খারুপেটীয়া পর্য্যন্ত আপনার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

লিখতে আরম্ভ করলাম। প্রায় ৪০ মিনিট লেগেছিল। সরকারবাবু টিচার্স কমন রুম থেকে ফিরে এসে উত্তরপত্রটা নিলেন এবং গড্‌রেজের ভিতরে রেখে দিলেন। "চলুন আমার কোয়ার্টারে", কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন। সরকারবাবুর বাড়ীর সবার অতিথেয়তা সত্যই প্রশংসনীয়। চাকুরিতে জয়েন্ করার পর প্রথম চারদিন এই কোয়ার্টারে ছিলাম এবং এখানেই খাওয়া-দাওয়া।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফিরে এসেছি অফিস্ রুমে। সরকারবাবু উত্তরপত্র বের করলেন। আমি মুখোমুখি বসে আছি। সামনে টেবিল, উত্তরপত্রে তাঁর নজর। তাকিয়ে আছি তাঁর মুখের দিকে। তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "বাঃ চমৎকার। আমি

এরকমটাই চেয়েছিলাম। আপনি কাল থেকে কাজে যোগ দিতে পারেন।"

"আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়ার পর যোগ দিব, সরকারবাবু", আমি জানালাম। "ঠিক আছে, এটাই ভালো হবে। ইনস্‌পেক্টরের অনুমোদন পাবার পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট্ লেটার দিব। কয়েকদিন পরে হবে। এই ধরুন একমাস", বললেন। "হবে আমি অপেক্ষা করব", বললাম। "আপনার হাতের লেখা ও ভাষায় দক্ষতার প্রশংসা না করে পারছি না।" আমার প্রশংসা করলেন এই সরকারবাবু। কিংবদন্তী হেড্‌মাষ্টার। প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, সাহস, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা, পরিশ্রম, দয়া, উদারতা, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা ও দূরদর্শিতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

জীবনে অনেক ইন্টারভ্যু দিয়েছি। রাজ্য সরকারের চাকুরি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির জন্য, হাইস্কুলের শিক্ষকের চাকুরি থেকে ইউনভার্সিটির অধ্যাপকের চাকুরির জন্য, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভ্যু দিয়েছি। ৮০ ভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট্ লেটার পেয়েছি। চাকুরির মন্দার বাজারে এটা কম কথা নয়।

কিন্তু শৈলবালা হাইস্কুলেই জীবনের যে প্রথম ইন্টারভ্যু সেটা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। সরকারবাবুও আমার মনে বরণীয় হেড্‌মাষ্টার হয়েই আছেন।

⌘

চরিত্রই প্রকৃত শক্তি। আধ্যাত্মিকতার অর্থ সেই চরিত্রশক্তি অর্জন করা।

স্বামী বিবেকানন্দ